সংবাদ

তারিখ ... 17 FEB 2008 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জগন্নাথ ভার্সিটির শিক্ষা সফরে নানা অব্যবস্থাপনা

আতাউর রহমান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষা সফরের নামে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। হাজার হাজার টাকা খরচ করে শিক্ষা সফরে গেলেও কর্তৃপক্ষের ভাড়া করা হোটেলে ঠিকমতো থাকতে পারেনি বলে জানিয়েছে শিক্ষা সফর থেকে ফিরে আসা শিক্ষার্থীরা। কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে নির্দিষ্ট ফি দিয়েও সাধারণ যাত্রীবাহী পরিবহনে যেতে হয়েছে তাদের। কর্তৃপক্ষের ভাড়া করা হোটেলের মানহীন খাবার খেয়ে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে শিক্ষা সফর থেকে ফিরে আসা শিক্ষার্থীরা। গাইড শিক্ষকের নামে সফরে যাওয়া শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের এসব অসুবিধার প্রতি নজর না দিয়ে তাদের সঙ্গে থাকা পরিবারের সদস্যদের নিয়েই ব্যস্ত থাকেছেন বলেও জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা।

সফর থেকে ফিরে আসা কয়েকজন শিক্ষক জানান, শিক্ষা সফরের জন্য কর্তৃপক্ষের চুক্তি করা ট্যুরিজম প্রতিষ্ঠানটি চুক্তির আগে দেয়া তাদের কথা রাখেনি। ফলে সফরে গিয়ে নানা ক্ষেত্রেই ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। সূত্র জানায়, কম টাকায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন বিভিন্ন ট্যুরিজম প্রতিষ্ঠানের অফার থাকা সত্ত্বেও গ্রীন অবকাশ নামের একটি ট্যুরিজম কোম্পানির সঙ্গে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ তাদের শিক্ষা সফরের জন্য চুক্তি করে। এজন্য শিক্ষকদের একটি চক্র ওই কোম্পানি থেকে বড় ধরনের কমিশন নিয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। হাজার হাজার টাকা দিয়েও সাধারণ ছাত্ররা হোটেলের বারান্দায় ঘুমাতে বাধ্য হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন উঠতি ছাত্রনেতা ফ্রি গিয়েও বেশ আরাম-আয়েশেই থেকেছেন বলে জানা গেছে। এর মধ্যে অর্থনীতি বিভাগের এক উঠতি ছাত্রদল নেতা ওই বিভাগের এক ছাত্রের কাছ থেকে শিক্ষা সফর ফি হিসেবে ২২শ' টাকা নিয়ে আত্মসাত করেছে বলে জানা গেছে। এ টাকা সঙ্গে থাকা ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের ৩ নেতা ভাগ করে নিয়েছে।

অন্যদিকে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষা সফরে দলীয় জোরে অন্য বিভাগের এক ছাত্রদল নেতাসহ ওই বিভাগের ৫ ছাত্রনেতা ফ্রি সফর করেছেন বলে জানা গেছে। গাইড শিক্ষকদের চোখের সামনেই ছাত্রছাত্রীদের মানহীন খাবার, নিম্নমানের থাকার ব্যবস্থা এবং সাধারণ যাত্রীবাহী বাসে শিক্ষার্থীদের বহনসহ নানা অব্যবস্থাপনা হলেও চুক্তিকারী শিক্ষকরা রহস্যজনক কারণে চুপ রয়েছেন বলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন। বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরে এলেও এ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ শিক্ষা সফরে অব্যবস্থাপনাকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জানুয়ারি মাস থেকে

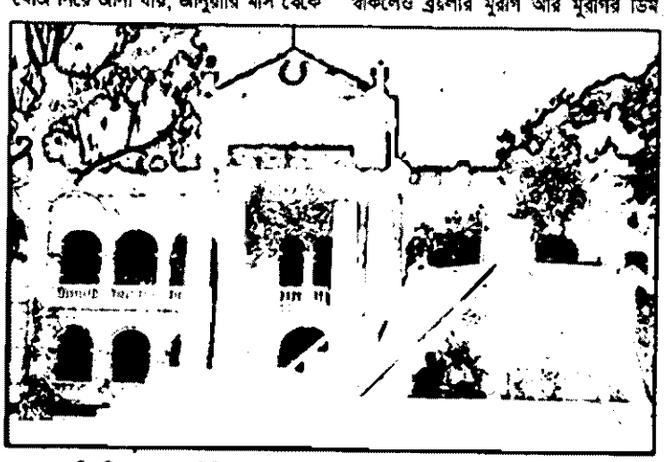

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বার্ষিক শিক্ষা সফর শুরু করেছে। এজন্য প্রতি বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শিক্ষা সফরের ফি হিসেবে ৩ হাজার টাকা ধার্য করে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। এ পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা বিভাগ তাদের ৫ দিনের সফরে কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন ও রাঙ্গামাটি এবং অর্থনীতি বিভাগ কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিনে তাদের ৪ দিনের সফর এবং হিসাববিজ্ঞান বিভাগ তাদের ৫ দিনের এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ তাদের ৫ দিনের শিক্ষা সফর শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছে। চলতি ফেব্রুয়ারি মাসজুড়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগও ধারবাহিকভাবে শিক্ষা সফরে যাবে বলে জানা গেছে।

সফর থেকে ফিরে আসা শিক্ষার্থীরা জানায়, ঢাকা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত তাদের দীর্ঘ ৮ ঘণ্টা ভ্রমণের পর মাত্র ১টি পরোটা, সামান্য সবজি এবং অর্ধেক ডিম দিয়ে নাস্তা দেয়া হয়। তবে সফরে থাকা শিক্ষক ও শিক্ষক পরিবার এবং টাকা ছাড়া যাওয়া উঠতি ছাত্রনেতারা বিশেষ আইটেমের নাশতা পেয়েছেন। সফর থেকে ফিরে আসা হিসাববিজ্ঞান বিভাগের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্র জানান, দীর্ঘ ১০ ঘণ্টা সফরের পর তাদের উন্তে ভাজি দিয়ে সকালে ভাত খেতে দেয়া হয়। অপর দিকে দুপুর আর রাতের খাবার আইটেমে সামুদ্রিক মাছ দেয়ার কথা থাকলেও ব্রয়লার মুরগি আর মুরগির ডিম খেতে বাধ্য করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করলে তাদের সস্তা মানের সামুদ্রিক মাছ দেয়া হয়। পাশাপাশি হোটেলের ময়লাযুক্ত অপরিচ্ছন্ন বিশাল বিশাল কক্ষে একজনের আসনে ৩ থেকে ৪ জনকে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাও আবার মশারি, বালিশ ছাড়া। আর শিক্ষকদের অনুগত কয়েক ছাত্র, শিক্ষকদের পরিবারের সদস্য এবং রেজিস্ট্রিবিহীন ছাত্রনেতারা ফ্রি যাওয়ায় দীর্ঘ পথের বাস পরিবহনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের দুই জনের আসনে বসতে হয়েছে ৩ জনকে।

হিসাববিজ্ঞান বিভাগে ১৫ শিক্ষকের ১০ জনই শিক্ষা সফরে

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগ থেকে গত ৫ ফেব্রুয়ারি ১৩৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে ৫ দিনের সফরে কক্সবাজারসহ বিভিন্ন স্থান সফর করে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ফিরে এসেছে। এ বিভাগে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নেয়া হয়েছে ৩ হাজার টাকা করে। আর বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে ১৫০ ছাত্রের নামে বরাদ্দ নেয়া হয়েছে ৯০ হাজার টাকা। তারপরও শিক্ষা সফরে গিয়ে ঘুমানোর জায়গা পাননি শিক্ষার্থীরা। সফর থেকে ফিরে আসা কয়েক শিক্ষার্থী জানান, প্রায় ২৬ জন ছাত্রকে একসঙ্গে হোটেলের অভ্যর্থনা কক্ষে থাকতে বলা হলে তারা এর প্রতিবাদে এক রাত না ঘুমিয়ে হোটেল লবিতেই রাত কাটান। বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে ১৫০ ছাত্রের নামে টাকা নিয়ে অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা সফরে যাওয়া জন্য আবেদন করলেও নেয়া হয়েছে ১৩৫ জন শিক্ষার্থীকে। তবে বিভাগের ১৫ জন শিক্ষকের মধ্যে চেয়ারম্যানসহ ১০ জন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে শিক্ষা সফর শেষ করে এসেছেন।

এর মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষকই ছিলেন পরিবারের সদস্যসহ। বাকি ৫ শিক্ষকের এ বিভাগে অর্নাস-মাস্টার্সের প্রায় ৬ হাজার ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নিতে হিমশিম খেতে হয়েছে বলে কয়েক শিক্ষক জানিয়েছেন। ফলে সফরকালীন ৫ দিন ধরে এ বিভাগের শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো ক্লাস করতে পারেনি বলে অভিযোগ করেছে দ্বিতীয় সেমিস্টারের কয়েক ছাত্র। শিক্ষার্থীরা জানান, গাইড শিক্ষক হিসেবে ১০ শিক্ষক গেলেও ছাত্রছাত্রীদের কোন খোঁজখবরই নেননি শিক্ষকরা। শিক্ষার্থীর দেয়া চাঁদা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা খরচ করে গেলেও শিক্ষকরা তাদের সঙ্গে থাকা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত ছিলেন। হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে বলেছেন, তাদের বিভাগের সদ্য বিবাহিত এক প্রভাষক বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা খরচ করে হানিমুন করলেও টাকা দেয়া শিক্ষার্থীদের থাকতে হয়েছে হোটেলের অভ্যর্থনা কক্ষে। শিক্ষা সফর নিয়ে নানা অব্যবস্থাপনা এবং অনিয়মের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর কাজী আসাদুজ্জামান সংবাদকে বলেন, চলতি শিক্ষা সফরে নানা অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে আমরা কিছু অভিযোগ পেয়েছি। তবে লিখিত কোন অভিযোগ পাইনি। কোন শিক্ষার্থী যদি লিখিত অভিযোগ করে তাহলে বিষয়টি কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে দেখবে বলে তিনি জানান।